ছাড় কমছে, পাসের হারও কমেছে

শরীফ শাওন

কাঙ্ক্ষিত ফল এসেছে এইচএসসি পরীক্ষায়। তাইতো খুশিতে বান্ধবীকে জড়িয়ে ধরে উল্লাসে মেতে উঠেছেন। গতকাল দুপুরে রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ থেকে তোলা। ছবি : লুৎফর রহমান

গত দুই বছরের মতো ২০২২ সালের উচ্চ মাধ্যমিক ও সমমানের পরীক্ষায় বিশেষ ছাড় দেওয়া হলেও কিছু সুবিধা কমানো হয়েছে। এতে অনেক বিষয়ে পরীক্ষা হওয়ায় পাসের হার কমেছে। তবে বিশেষ ছাড়ের কারণে স্বাভাবিক সময়ের তুলনায় জিপিএ ৫ প্রাপ্তির হার বেড়েছে।

করোনার কারণে ২০২২ সালসহ টানা তিন বছর উচ্চ মাধ্যমিক (এইচএসসি) ও সমমানের পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের বিশেষ ছাড় দেওয়া হয়েছে। তিন বছরই শিক্ষার্থীদের পাসের হারের সঙ্গে জিপিএ ৫ পাওয়ার হার কয়েক গুণ বেড়েছে।

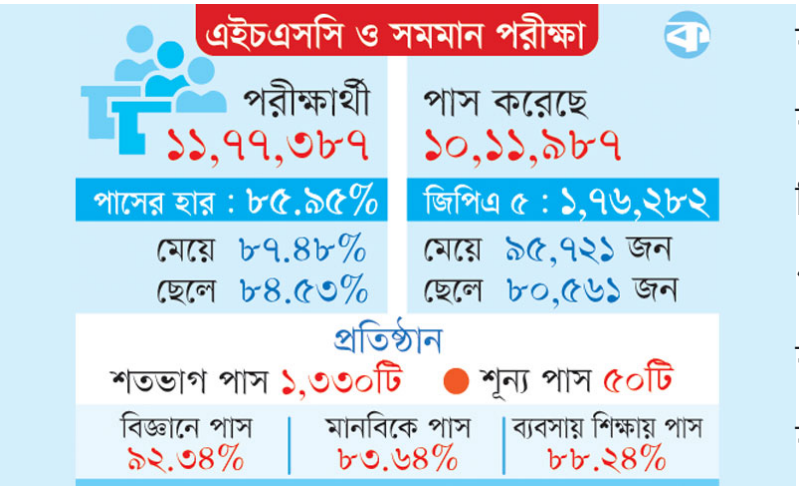

করোনার কারণে শিক্ষার্থীদের পাঠদান কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ায় ২০২০ সালের পরীক্ষার্থীদের অটোপাস দেওয়া হয়। সে সময় শতভাগ শিক্ষার্থী পাস করে, যা বিগত সময়ের তুলনায় প্রায় ৩০ শতাংশ বেশি। ২০২০ সালে জিপিএ ৫ পেয়েছে পৌনে দুই লাখ শিক্ষার্থী, আগের বছর যা ছিল ৫০ হাজারের কম।

সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের মতে, পরীক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের যত বেশি ছাড় দেওয়া হয়েছে, ফলাফল তত ভালো দেখা গেছে। তবে এ ফলাফলের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের গুণগত শিক্ষার কোনো সামঞ্জস্য দেখা যায় না। উচ্চশিক্ষায় ভর্তির ক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিতসংখ্যক মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থী খুঁজে পায় না ভালো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। অথচ প্রতিবছর ফলাফলে দেখা যায়, বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী জিপিএ ৫ নিয়ে উত্তীর্ণ হচ্ছে।

ছাড়ের সঙ্গে কমছে পাসের হার : করোনার কারণে ২০২০ সাল থেকে এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের পাঠদান ব্যাহত হয়েছে। বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে এই শিক্ষাবর্ষ থেকে ২০২২ সালের পরীক্ষার্থীদের বিভিন্ন ছাড়ের মধ্য দিয়ে পরীক্ষা ও ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে দেখা যায়, ছাড় যত কমেছে, পাসের হারও কমে এসেছে।

২০২০ সালে পরীক্ষার পরিবর্তে সাবজেক্ট ম্যাপিংয়ের মাধ্যমে ফলাফল প্রকাশ করা হয়। এতে শতভাগ শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়েছে। ২০২১ সালে সংক্ষিপ্ত সিলেবাসে বিষয়ভিত্তিক ম্যাপিং এবং নম্বর ও সময় কমিয়ে তিন বিষয়ে পরীক্ষা হয়েছে। এ সময় পাসের হার ছিল ৯৫.২৬ শতাংশ। ২০২২ সালে নম্বর ও সময় কমিয়ে সংক্ষিপ্ত সিলেবাসে দুই বিষয় ছাড়া বাকি সব বিষয়ে পরীক্ষা নেওয়া হয়। এ বছর উত্তীর্ণ হয় ৮৫.৯৫ শতাংশ শিক্ষার্থী।

জিপিএ ৫ বেড়েছে প্রায় ৬ গুণ : করোনাকাল থেকে জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা তিন থেকে ছয় গুণ বেড়েছে। ২০১৮ সালে ২৯ হাজার ২৬২ জন জিপিএ ৫ পেয়েছে, ২০১৯ সালে এ সংখ্যা ছিল ৪৭ হাজার ২৮৬ জন। করোনায় বিশেষ ছাড়ের ফলাফল দেওয়া শুরু হলে ২০২০ সালে জিপিএ ৫ পেয়েছে এক লাখ ৬১ হাজার ৮০৭ জন, ২০২১ সালে এক লাখ ৮৯ হাজার ১৬৯ জন এবং ২০২২ সালে এ সংখ্যা এক লাখ ৭৬ হাজার ২৮২। অর্থাৎ ২০১৮ সালের তুলনায় করোনাকালে জিপিএ ৫ পাওয়া শিক্ষার্থী বেড়েছে প্রায় ছয় গুণ, আবার ২০১৯ সালের তুলনায় এই বৃদ্ধির হার তিন গুণ।

শিক্ষাব্যবস্থাকে আমলাতন্ত্রিকতা গ্রাস করেছে বলে মন্তব্য করে মুনতাসীর মামুন শিক্ষাব্যবস্থাকে বিকেন্দ্রীকরণে গুরুত্বারোপ করেন। প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে তিনি বলেন, উপযুক্ত মনিটরিংয়ের অভাব, শিক্ষকের অভাব, তাঁদের প্রশিক্ষণ ও বিষয়ভিত্তিক দক্ষতার অভাব রয়েছে। এ ছাড়া স্কুলে না যাওয়া

শিক্ষার্থীর সংখ্যা নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা খুব খারাপ। এসব শিক্ষার্থীই ধাপে ধাপে ওপরের শ্রেণিতে উঠছে।

গতকাল এইচএসসি ২০২২ ও সমমান পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়েছে। এ বছর উত্তীর্ণের হার ৮৫.৯৫ শতাংশ। পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ১১ লাখ ৭৭ হাজার ৩৮৭ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে উত্তীর্ণ ১০ লাখ ১১ হাজার ৯৮৭ জন। জিপিএ ৫ পেয়েছে এক লাখ ৭৬ হাজার ২৮২ জন।

এবারও এগিয়ে মেয়েরা : আগের বছরের মতো এ বছরও পাসের হারে এগিয়ে মেয়েরা। ছাত্রদের তুলনায় ২.৯৫ শতাংশ বেশি ছাত্রী পাস করেছে এবং ১৫ হাজার ১৬০ জন বেশি ছাত্রী জিপিএ ৫ পেয়েছে। এ বছর ছাত্রীদের পাসের হার ৮৭.৪৮ শতাংশ, যেখানে ছাত্রদের পাসের হার ৮৪.৫৩ শতাংশ। কারিগরি বোর্ডে সফলতা : দেশের ১১টি শিক্ষা বোর্ডের মধ্যে পাসের হারে এগিয়ে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড। এই বোর্ডের অধীনে পাসের হার ৯৪.৪১ শতাংশ। ৯২.৫৬ শতাংশ পাসের হার নিয়ে দ্বিতীয় অবস্থানে মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড। সাধারণ ৯টি শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার ৮৪.৩১ শতাংশ।

পাসের হারে এগিয়ে কুমিল্লা : পাসের হার বিশ্লেষণে দেখা যায় ৯০.৭২ শতাংশ শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়ে সবচেয়ে এগিয়ে আছে কুমিল্লা বোর্ড। পাসের হারে সবচেয়ে পিছিয়ে রয়েছে দিনাজপুর বোর্ড, পাসের হার ৭৯.০৮ শতাংশ। এ ছাড়া ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার ৮৭.৮৩ শতাংশ, বরিশালে ৮৬.৯৫, যশোরে ৮৩.৯৫, রাজশাহীতে ৮১.৬০, সিলেটে ৮১.৪০, চট্টগ্রামে ৮০.৫০ এবং ময়মনসিংহ বোর্ডে পাসের হার ৮০.৩২ শতাংশ।

জিপিএ ৫ প্রাপ্তিতে ঢাকা : দেশের ৯টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের মধ্যে মোট পরীক্ষার্থীর তুলনায় জিপিএ ৫ পাওয়ার হারে এগিয়ে আছে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড। জিপিএ ৫ পেয়েছে ২২.৫৪ শতাংশ পরীক্ষার্থী। এই হারে সবচেয়ে নিচে অবস্থান করছে সিলেট শিক্ষা বোর্ড। মাত্র ৭.৩৩ শতাংশ শিক্ষার্থী জিপিএ ৫ পেয়েছে। এ ছাড়া অন্যান্য বোর্ডের মধ্যে যশোরে এ হার ১৯.০৩, কুমিল্লায় ১৭.৪৬, রাজশাহীতে ১৭.২৫, চট্টগ্রামে ১৩.৭৮, বরিশালে ১১.৯৪, দিনাজপুরে ১১.৮৭ এবং ময়মনসিংহে ৮.১৭ শতাংশ শিক্ষার্থী জিপিএ ৫ পেয়েছে।

ইংরেজির কারণে দিনাজপুরে ফল বিপর্যয়

এবারের ফলাফল সন্তোষজনক বলা হলেও ইংরেজি বিষয়ে শিক্ষার্থীরা অকৃতকার্য হওয়ায় পাসের হারে তুলনামূলক পিছিয়ে দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ড। এ বোর্ডের অধীনে অকৃতকার্য হয়েছে ২০ হাজার ৮৫৬ জন শিক্ষার্থী, যার মধ্যে ১৩ হাজার ৮৭২ জন পরীক্ষার্থী শুধু ইংরেজিতে অকৃতকার্য হয়েছে।

একজনও পাস না করা প্রতিষ্ঠান বেড়ে ৫০ : বিগত বছরের তুলনায় একজনও উত্তীর্ণ না হওয়া প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়েছে ১০ গুণ। গত বছর একজনও পাস না করা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা পাঁচটি হলেও এ বছর ৫০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে কেউ পাস করেনি। এর মধ্যে সাধারণ ৯টি শিক্ষা বোর্ডের ৪৪টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। অন্য প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে চারটি মাদরাসা ও দুটি কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের মধ্যে দিনাজপুরে ১৩টি

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কেউ পাস করেনি, রাজশাহীতে ৯টি, ঢাকায় আটটি, যশোরে ছয়টি, কুমিল্লায় পাঁচটি এবং ময়মনসিংহে তিনটি প্রতিষ্ঠানের কোনো শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়নি।

একই সময়ে কমেছে শতভাগ পাস করা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা। গত বছর এক হাজার ৯৩৪টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শতভাগ শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হলেও এ বছর এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এক হাজার ৩৩০টি। শতভাগ পাস করা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মাদরাসার সংখ্যা সর্বাধিক। মোট ৮১৪টি মাদরাসা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শতভাগ শিক্ষার্থী পাস করেছে।

একজনও পাস না করা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেন, ‘এসএসসিতে এমন প্রতিষ্ঠান থেকে তাদের সমস্যা চিহ্নিত করে পাঠাতে বলা হয়েছে। সমস্যা থেকে উত্তরণে এসব প্রতিষ্ঠান প্রধানদের নিয়ে আগামী মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে সেমিনারের আয়োজন করা হবে।’